

## সূরা ৭৩ : মুযাশমিল, মাকী

৭৩ - سورة المزمل، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ২০, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٢٠، رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হে বজ্রাবৃত!	١. يَتَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ
২। রাত জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।	٢. قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
৩। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম।	٣. نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا
৪। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।	٤. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
৫। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।	٥. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
৬। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল।	٦. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا
৭। দিনে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।	٧. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং	٨. وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ

একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।	إِلَيْهِ تَبْتِلَا
৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।	۹. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

### রাতের সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাতে কাপড় মুড়ি দিয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন এবং(রাতের) তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং তাদেরকে যে রিয়ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ হুকুম পালন করে গেছেন। তাহাজ্জুদের সালাত শুধু তাঁর উপর ফারয ছিল। অর্থাৎ এ সালাত তাঁর উম্মাতের উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়ম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি কিংবা কিছু কম-বেশী। এবং এতে কম-বেশি করলে তোমার কোনই দোষ হবেনা।

## কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমও বরাবর পালন করে এসেছেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন কারীম খুবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন। ফলে খুব দেরীতে সূরা পাঠ শেষ হত। (মুসলিম ১/৫০৭) ছোট সূরাও যেন বড় হয়ে যেত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আনাসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।’ তারপর তিনি بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি اللَّهُ, رَحْمَنٌ এবং رَحِيمٌ শব্দের উপর মদ করেন অর্থাৎ ওগুলি দীর্ঘ করে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯)

ইবন জুরায়েজ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামাহকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াক্ফ করতেন বা থামতেন। যেমন بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ে থামতেন, اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এর উপর ওয়াক্ফ করতেন এবং مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ পড়ে থামতেন।’ (আবু দাউদ ৪/২৯৪, তিরমিযী ৮/২৪১, আহমাদ ৬/৩০২)

আমরা এই তাফসীরের শুরুতে ঐ সব হাদীস আনয়ন করেছি যেগুলি ধীরে ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে দেয়। যেমন ঐ হাদীসটি, যাতে রয়েছে : কুরআনকে স্বীয় সুর দ্বারা সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কর এবং ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করেনা। (ফাতহুল বারী ১৩/৫১০, ৫২৭) আর আবু মূসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলা : ‘তাকে দাউদের (আঃ) বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৭১০) এবং আবু মূসা আশ-আরীর (রাঃ) এ কথা বলা : ‘আমি যদি জানতাম যে,

আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে পাঠ করতাম।’

আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) এ কথা বর্ণনা করা : ‘বালুকার মত কুরআনকে ছড়িয়ে দিওনা এবং কবিতার মত কুরআনকে তাড়াহুড়া করে পাঠ করনা, ওর চমৎকারিত্বের প্রতি খেয়াল রেখ এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল কর। আর সূরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়না।’ ইমাম বাগাভী (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (৮/২১৫)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবী ওয়াইল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : একটি লোক এসে ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলল : ‘আমি মুফাসসালের সমস্ত সূরা (সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) গত রাতে একই রাক‘আতে পাঠ করেছি।’ তার এ কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন : ‘তাহলেতো সম্ভবতঃ তুমি কবিতার মত তাড়াহুড়া করে পাঠ করেছ। ঐ সূরাগুলি আমার বেশ মুখস্থ আছে যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলিয়ে পড়তেন।’ তারপর তিনি মুফাসসাল সূরাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম উল্লেখ করেন যেগুলির দু’টি করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক রাক‘আতে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮)

## কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **إِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا ثَقِيْلًا** আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী। অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী হবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃহত্ত্বের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক হবে। যেমন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন : ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা আমার উপর এমন ভারী বোধ হল যে, আমার ভয় হল না জানি হয়তো আমার উরু ভেঙ্গেই যাবে। (ফাতহুল বারী ৮/১০৮)

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আপনি কিছু অনুভব করেন কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন : ‘আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন গুনগুন শব্দ হয়। আমি তখন নিশ্চুপ হয়ে যাই। যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন

বোঝা স্বরূপ হয় যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে।’ (আহমাদ ২/২২২) এ হাদীসটি শুধু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘কখনও কখনও ইহা গুনগুন শব্দ রূপে আমার কাছে আসে এবং তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে অহী আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মালাইকা মানুষের রূপ ধরে আগমন করেন এবং তিনি যা বলতে থাকেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি।’ আয়িশা (রাঃ) আরও বলেন : ‘আমি একবার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, তখন শীতকাল ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ছিল।’ (ফাতহুল বারী ১/২৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার থাকতেন এবং ঐ অবস্থায়ই তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হত। তখন উষ্ট্রীর ঘাড় অহীর ভারে ঝুঁকে পড়ত। (আহমাদ ৬/১১৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) এও বলেন যে, অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ায় যেমন এটা ভারী কাজ, তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে।

## রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতের মর্যাদা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا**। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল। উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত রাতকেই **نَاشِئَةٌ** (নাশিয়াহ) বলা হয়। (তাবারী ২৩/৬৮৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। যখন কোন ব্যক্তি রাতের সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তাকে **নাশা’আ’** বলে। এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল ইশা সালাত আদায়ের পরের সময়। (তাবারী ২৩/৬৮২) আবু মিয়লাজ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) সালীম (রহঃ), আবু হাজিম (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৮৩) আসলে ‘নাশিয়াহ’ হল ‘নাশা’আ’ এর অংশবিশেষ। অর্থাৎ কিছু সময় বা ঘন্টা।

তাহাজ্জুদ সালাতের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে যায়। তিলাওয়াতের যে শব্দগুলি মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দিনের তুলনায় রাতের নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গঁথে যায়। কেননা দিন হল কোলাহল ও অর্থ উপার্জনের সময়।

হাফিয আবু ইয়ালা আল মাওসিলী (রহঃ) বলেন : ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল যাওহারী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবু উসামা (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, আল আমাশ (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَأَصْوَبُ قِيلًا** (বুঝতে পারার জন্য এবং সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য রাতের জাগরণ উত্তম।) তখন এক ব্যক্তি বললেন : আমরাতো এভাবেই পাঠ করি **أَقْرُومُ قِيلًا** আনাস (রাঃ) তাকে বললেন ‘আসওয়াব’, ‘আকওয়াম’ এবং ‘আহুইয়াহ’ এই শব্দগুলি সমার্থ বোধক। (আবু ইয়ালা ৭/৮৮) ইরশাদ হচ্ছে :

**إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا** (হে নাবী)! দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি শূয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশি বেশি নাফল আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করতে পার। অতএব রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। এ হুকুম ঐ সময় ছিল যখন রাতের সালাত ফারয ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং হালকা করণের জন্য রাতের কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেন : তোমরা রাতের অল্প সময় কিয়াম কর। এই ফরমানের পর আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) **فَاقْرَءُوا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ** (রহঃ) হতে পর্যন্ত পাঠ করলেন। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০) তাঁর এ উক্তিটি সঠিকও বটে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

**وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا**

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়ম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রহঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং মাদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাঁর সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেন এবং তিনি রোমকদের সাথে লড়াই করতে থাকবেন। অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। মাদীনায় পৌঁছে তিনি তাঁর কাওমের লোকদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তার এই সংকল্পের কথা শুনে তারা বললেন : তাহলে শুনুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আপনারই কাওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিবে এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি বিক্রি করে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে তাদেরকে ডেকে বললেন : ‘আমি কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নই? খবরদার! এ কাজ করা।’ এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এ হাদীস শুনে সাঈদ (রহঃ) তার ঐ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সেখানেই তার কাওমের লোকদেরকে বললেন : ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম।’ তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে চলে এলেন। স্বীয় জামা‘আতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেন : আমি এখান থেকে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতর সালাত আদায় করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন : এ মাসআলাটি আয়িশা (রাঃ) সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস কর। তুমি তার কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেও। আমি তখন হাকীম ইব্ন আফলাহর (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম : আমাকে একটু আয়িশার (রাঃ) কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন : ‘আমি তার কাছে যেতে ইচ্ছুক নই। আমি তাকে দুই বিবাদমান দলের (আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) ব্যাপারে মন্তব্য করতে কিংবা জড়িত হতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনেননি এবং দুই বিবাদমান দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন।’ এমতাবস্থায় আমি আল্লাহর শপথ করে আমার সাথে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। ফলে তিনি আমাকে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আমরা তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আয়িশা (রাঃ) হাকীমের (রাঃ) গলার স্বর শুনেই তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন : ‘এ কি সেই হাকীম যাকে আমি চিনি?’ তিনি জবাব দিলেন :

‘হ্যাঁ, আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রাঃ)।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘তোমার সাথে যে আছে সে কে?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘তিনি সাঈদ ইব্ন হিশাম।’ তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : ‘কোন হিশাম, আমিরের ছেলে হিশাম কি?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘হ্যাঁ, আমিরের ছেলে হিশাম।’ এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) আমিরের (রাঃ) জন্য রাহমাতের দু‘আ করলেন এবং বললেন : ‘আমির (রাঃ) খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।’ আমি (সাঈদ) তখন আরয করলাম : ‘হে উম্মুল মু‘মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি প্রশ্ন করলেন : ‘তুমি কি কুরআন পড়নি?’ আমি উত্তর দিলাম : হ্যাঁ, পড়েছি বটে। তিনি তখন বললেন : ‘কুরআনই তাঁর চরিত্র।’ আমি তখন তার নিকট হতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি চাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার। আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন : ‘তুমি কি সূরা মুয্যাম্মিল পড়নি?’ আমি জবাব দিলাম : হ্যাঁ অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেন : ‘তাহলে শোন। সূরার এই প্রথম ভাগে রাতের কিয়াম (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা) ফারয করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের সালাত ফারয হিসাবে আদায় করতেন। এমন কি তাঁদের পা ফুলে যেত। বারো মাস পরে এই সূরার শেষের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং মহান আল্লাহ ভার লাঘব করে দেন। তাহাজ্জুদের সালাতকে তিনি ফারয হিসাবে না রেখে নাফল হিসাবে রেখে দেন।’

এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্ৰ সালাত আদায় করার ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললাম : হে উম্মুল মু‘মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্ৰ সালাতের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে দিন। তিনি তখন বললেন : শোন! (রাতে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মিসওয়াক, উযূর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে দিতাম। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা হত তিনি ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও উযূ করতেন এবং আট রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে তাশাহুদের জন্য বসতেননা। আট রাক‘আত পূর্ণ করার পর তিনি আত্যাহিয়াতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার যিক্র করতেন, দু‘আ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন। আর নবম রাক‘আত



পড়ে যিক্র ও দু‘আ করতেন এবং উচ্চ শব্দে সালাম ফিরাতেন। ঐ শব্দ আমরাও শুনতে পেতাম। তারপর বসে বসেই দুই রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। হে আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো রাক‘আত হল। অতঃপর যখন তাঁর বয়স বেশি হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় তখন থেকে তিনি সাত রাক‘আত বিত্র আদায় করে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে বসে দুই রাক‘আত সালাত আদায় করতেন। সুতরাং হে প্রিয় বৎস! এটা নয় রাক‘আত হল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সালাত আদায় করতে শুরু করতেন তখন তা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাতে ঐ সালাত আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় বারো রাক‘আত আদায় করে নিতেন। আমার জানা নেই যে, তিনি সম্পূর্ণ কুরআন রাত থেকে শুরু করে সকাল হওয়ার মধ্যে পাঠ করে শেষ করেছেন এবং রামাযান ছাড়া অন্য কোন পূরা মাস সিয়াম পালন করেছেন।’ অতঃপর আমি উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশার (রাঃ) নিকট হতে বিদায় নিয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এলাম এবং তাঁর সামনে সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন : ‘আমিও যদি তাঁর কাছে যেতে পারতাম তাহলে তিনি আমাকে না বলা পর্যন্ত এবং তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত আমি তার কাছে অবস্থান করতাম। (মুসলিম ১/৫১২) মুসনাদ আহমাদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (৬/৫৩)

আবু আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাঁদের পা ও পায়ের রগগুলি ফুলে যায়। অতঃপর مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০) অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা শান্তি পান। (তাবারী ২৩/৬৭৯) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদীরও (রহঃ) উক্তি এটাই। (তাবারী ২৩/৬৮০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলির হুকুম অনুযায়ী মু‘মিনগণ রাতের কিয়াম শুরু করেন, কিন্তু তাঁদের খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের প্রতি দয়া করেন এবং مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ হতে عِلْمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى এবং অবতীর্ণ করেন এভাবে তাঁদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সংকীর্ণতা দূর করেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (তাবারী ২৩/৬৭৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :



আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ : ৫) এই অর্থের আরও বহু আয়াত রয়েছে যে, ইবাদাত, আনুগত্য এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ।

১০। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে পরিহার করে চল।	১০. وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
১১। ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।	১১. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
১২। আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।	১২. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا
১৩। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মভুদ শাস্তি।	১৩. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا
১৪। সেই দিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।	১৪. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا
১৫। আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম	১৫. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ

ফিরাআউনের নিকট।	فِرْعَوْنَ رَسُولًا
১৬। কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।	۱۶. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
১৭। অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে?	۱۷. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
১৮। যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।	۱۸. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

### কাফিরদের অন্যায় আচরণের জন্য রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজ্ঞ ও মূর্খ কাফিরদের বিদ্রোপাত্মক কথার উপর ধৈর্য ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেন : তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই এমন অবস্থার উপর ছেড়ে দাও যাতে তারা তোমাকে দোষারোপ করতে না পারে। তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিব। আমার গযব ও ক্রোধের সময় দেখব কি করে তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং কিছু দিনের জন্য অবকাশ দাও। তারপর দেখে নিও, আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করি। অল্প কিছু দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকুক। পরিণামে তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪) কেমন আযাব? এমন কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংখল পরিয়ে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা কঠিনালীতে আটকে যাবে। নীচেও নামবেনা এবং উপরেও উঠবেনা। আরও নানা প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়ে যাবে। যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কারও কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবেনা। যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে, যেখানে কোন উঁচু-নীচু, পাহাড়-পর্বত পরিলক্ষিত হবেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ تَائِرَ كَافَّةٍ رَّيَّعَهُ مَآنُشَكَةٍ پَآدَانُورِ الْجَنَى آآِغْنُورِ  
বেড়ি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ), আবু ইমরান আল জাউনী (রহঃ), আবু মিয়লাজ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্নুল মুবারাক (রহঃ), আশ শাওরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৯০, ৬৯১; দুররুল মানসুর ৮/৩১৯)

## ফির'আউনীদেৰ কাহে থেরিত রাসূলের মত আমাদের নাবীও (সাঃ) একজন রাসূল

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা ফাসিক ও অন্যান্যদের বলেন :  
أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ... كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ  
الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا হে লোকসকল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রাসূল পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন আমি ফির'আউনের নিকট আমার আহকাম পৌঁছানোর জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফির'আউন যখন তাকে অমান্য করল তখন আমি তাকে কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তাতো তোমাদের জানা আছে।

আল্লাহ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। যেমনটি তিনি নিম্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

## فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ : ২৫) সুতরাং আমার এই নাবীকে যদি তোমরা অমান্য কর তাহলে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবেনা। তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে দেয়া হবে। কেননা এই রাসূল ইমরানের পুত্র মূসার চেয়েও আদর্শবান এবং সমস্ত রাসূলের নেতা। সুতরাং তাকে অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়।

## বিচার দিবসের ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شِبَابًا এ আয়াতের দু’টি অর্থ হতে পারে। ইবন মাসউদের (রাঃ) পঠনের উল্লেখ করে ইব্ন জারীর (রহঃ) অর্থ করেছেন : যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে বলতো ঐ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরূপে মুক্তি পেতে পার যে দিনের ভয়াবহতা কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে? (তাবারী ২৩/৬৯৪) সুতরাং এর প্রথম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : তোমরা যদি অবিশ্বাসী হও তাহলে কিয়ামাতের বিভীষিকা হতে কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে? দ্বিতীয় অর্থ হল : তোমরা যদি এত বড় ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কর তাহলে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম হলেও প্রথম অর্থটিই বেশি উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম شِبَابًا الْوِلْدَانَ يَوْمًا يَجْعَلُ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন : ‘এটা হল কিয়ামাতের দিন যে দিন আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) বলবেন : ‘তোমার সন্তানদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে পাঠাও।’ তখন আদম (আঃ) বলবেন : ‘হে আমার রাব্ব! কতজন?’ আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : প্রতি হাজারের মধ্য হতে নয়শ’ নিরানব্বই জন।’

মহান আল্লাহ বলেন : ঐ দিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য। ওটা সংঘটিত হবেই। ঐ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই এবং ওটার মুখোমুখি না হওয়ারও কোন উপায় নেই।

১৯। ইহা এক উপদেশ,  
অতএব যার অভিরূচি সে তার  
রবের পথ অবলম্বন করুক!

১৯. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ  
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

২০। তোমার রাব্বতো জানেন  
যে, তুমি জাগরণ কর কখনও  
রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ,  
অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ  
এবং জাগে তোমার সংগে  
যারা আছে তাদের একটি  
দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ  
করেন দিন ও রাতের  
পরিমাণ। তিনি জানেন যে,  
তোমরা এর সঠিক হিসাব  
রাখতে পারনা, অতএব  
আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা  
পরবশ হয়েছেন। অতএব  
কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা  
তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু  
আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন  
যে, তোমাদের মধ্যে কেহ  
কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ  
কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে  
দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ  
কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে  
লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন  
হতে যতটুকু সহজসাধ্য  
আবৃত্তি কর। সালাত কায়েম

২০. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ  
أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ  
وَأُثْلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ  
أَنَّ لَّنْ خُصُوصَهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ  
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ  
عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ  
وَأَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

### এটি এমন সূরা যাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সূরাটি জ্ঞানীদের জন্য সরাসরি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। যে কেহ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই রবের মর্জি হিসাবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার সফলতা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৩০)

### তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর ছাড় দেয়া

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : হে নাবী! তুমি এবং তোমার সাহাবীগণের একটি দল যে কখনও কখনও দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনও কখনও অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করে থাক এবং তাহাজ্জুদের সালাতে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। অবশ্য তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারছনা। কেননা এটা খুবই কঠিন কাজ। দিন ও রাতের সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে থাকেন। কারণ কখনও দিন ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনও রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় এবং কখনও দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা



জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং এখন থেকে তোমরা রাতের সালাত ততটাই আদায় কর যতটা তোমাদের জন্য সহজ। কোন সময় নির্দিষ্ট থাকলনা যে, এতটা সময় কাটানো ফার্য। এখানে কিরা'আত দ্বারা সালাত অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন সূরা বানী ইসরাঈলে রয়েছে :

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচ্চ করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা।  
(সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১১০) মহান আল্লাহ বলেন :

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে  
কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে  
এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এ আয়াতটি, বরং পুরা সূরাটি  
মাক্কী। এটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ সময় জিহাদ ছিলনা, বরং মুসলিমরা  
অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ  
ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলিমরা পরবর্তীকালে পুরাপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত  
হয়েছেন, সুতরাং এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের  
একটা বড় ও স্পষ্ট নির্দশন। উপরোক্ত ওয়রগুলির কারণে মুসলিমরা রাতের  
কিয়ামের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ তোমরা কুরআন থেকে আবৃত্তি করতে থাক যতক্ষণ তা  
তোমাদের সালাতের জন্য আবৃত্তি করা সহজতর হয়। আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ তোমরা সালাত কয়েম কর ও যাকাত প্রদান  
কর। অর্থাৎ তোমরা ফার্য সালাতের হিফাযাত কর এবং ফার্য যাকাত আদায়  
কর। এ আয়াতটি ঐ বিজ্ঞজনের দলীল যাঁরা বলেন যে, মাক্কায়ই যাকাত ফার্য  
হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে। তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি  
ইত্যাদির বর্ণনা মাদীনায়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে  
সবচেয়ে ভাল জানেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ),  
হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই  
আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতে সকল মু'মিনদের রাতের কিয়ামের হুকুম সম্বলিত

আয়াতকে মানসুখ বা রহিত করে দিয়েছে। (তাবারী ২৩/৬৭৯, ৬৮০; দুররুল মানসুর ৮/৩২২) ইহা সহীহায়িনের হাদীস হতে প্রমাণিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন : ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয।’ লোকটি প্রশ্ন করে : ‘এ ছাড়া কি অন্য কোন সালাত আমার উপর ফারয আছে?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘না, তবে তুমি নাফল হিসাবে আদায় করতে পার।’ (ফাতহুল বারী ১/১৩০, মুসলিম ১/৪১)

### সাদাকাহ প্রদান ও উত্তম কাজ করার তাগিদ

মহান আল্লাহর উক্তি : **وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে থাক, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

**مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً**

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

**وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ**

**أَجْرًا** তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। পৃথিবীর জীবন যাপন ও জাক-জমকতার জন্য তোমরা যে অর্থ ব্যয় করে থাক তা হতে ওটা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর।

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালবাসে?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালবাসে।’ তিনি বললেন : ‘যা বলছ চিন্তা করে বল।’ তাঁরা বললেন : ‘হে

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো এটা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘যে ব্যক্তি যা (আল্লাহর পথে) খরচ করবে তা শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে যাবে তাই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।’ (আবুল ইয়ালা ৯/৯৭) সহীহ বুখারী ও সুনান নাসাঈতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২৬৪, নাসাঈ ৬/২৩৭) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তোমাদের সমস্ত কাজে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ঐ ব্যক্তির উপর যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা মুয্যাম্মিল -এর তাফসীর সমাপ্ত।